

সম্ভবদ্ধ দান আনে অফুরন্ত কল্যাণ



সেবা উত্তম ইবাদত

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

www.quantummethod.org.bd

দান সর্বোত্তম মানবীয় গুণ

দান সর্বোত্তম মানবীয় গুণ। আল কোরআন, পুরাণ, বেদ, বাইবেল, ত্রিপিটক, গীতা, তাওরাত, জবুর, জিন্দাবেস্তাসহ সকল ধর্মগ্রন্থেই দানের গুরুত্ব নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরম প্রভু দাতাকে পছন্দ করেন। তাই যুগে যুগে মহামানবেরা নিজেরা দান করেছেন, অন্যদের দানে উৎসাহিত করেছেন, চারপাশের মানুষের দানকে সংগঠিত করে সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করেছেন।

দানের প্রতিদান কমপক্ষে ৭০০ গুণ

দান দরিদ্র ও নিঃস্বদের জীবনে স্বস্তি আনার সাথে সাথে দাতার জীবনেও আনে অফুরন্ত কল্যাণ। পরম প্রভু বলেন, ‘সৎদান এমন একটি শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শীষ আর প্রতিটি শীষে থাকে শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে চান, তাকে বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন।’ (সূরা বাকারা ২৬১)। অর্থাৎ দাতা যা দান করেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই তা হাজার গুণে ফিরে আসে দাতার কাছে।

দানে বৈষয়িক সমৃদ্ধির একটি বিবরণ রয়েছে মুসলিম শরীফে। এক আবেদন পাহাড়ে হেঁটে বেড়ানোর সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন যে, ‘অমুকের বাগানে পানি দাও’। কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টি শুরু হলো এবং পানি পাহাড়ের পাশে একটি নালা দিয়ে গড়াতে লাগলো। তিনি কৌতূহলী হয়ে ঐ নালাকে অনুসরণ করলেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি দেখলেন, একজন কৃষক কোদাল দিয়ে মাটি কেটে বাগানে পানি ঢোকার পথ করে দিচ্ছে। নাম জিজ্ঞেস করতেই তিনি চমকে উঠলেন। কারণ এ নামই তিনি শুনেছিলেন পাহাড়ে হেঁটে বেড়ানোর সময়। তার কাছে জানতে চাইলেন যে, কোন পুণ্যের বিনিময়ে প্রকৃতি এভাবে তাকে সহযোগিতা করেছে। সে তখন বললো, পুণ্যের কথা আমি বলতে পারবো না। তবে আমি এ বাগানের ফসলকে তিন ভাগ করি। এক ভাগ পরিবারের ভরণপোষণ, এক ভাগ জমিতে বিনিয়োগ এবং বাকি এক ভাগ দান করি। এজন্যেই হয়তো আল্লাহ আমাকে এভাবে সাহায্য করেন।

সকল ধর্মের শাশ্বত শিক্ষা হচ্ছে

- ☐ দান উপার্জনকে শুদ্ধ করে।
- ☐ দান পাপ মোচন করে।
- ☐ দান বালা-মুসিবত ও রোগ দূর করে।
- ☐ দান দারিদ্র বিমোচন করে। দাতার অন্তরে তৃপ্তি প্রদান করে।
- ☐ দান সম্পদে বরকত দেয়।

দান ৥ বিশ্বাসী হওয়ার শর্ত

‘নিঃসন্দেহে কোরআন বিশ্বাসীদের পথপ্রদর্শক। বিশ্বাসী তারাই যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং প্রদত্ত রিজিক বা উপার্জন থেকে দান করে।’ (সূরা বাকারা ২-৩)। অর্থাৎ বিশ্বাসী বা ঈমানদার হওয়ার এবং হেদায়েত লাভের জন্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে দান। এজন্যেই নবীজী (স) সবসময় যার যা আছে সেখান থেকেই অংশবিশেষ দান করতে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন, ‘তোমার কাছে থাকা একটি খেজুরের অংশ হলেও দান কর’।

দান ॥ গ্রহীতার অধিকার আর দাতার মুক্তির পথ

মনে হতে পারে—আমার উপার্জন, আমার ধনসম্পত্তির মালিক আমিই। জমিয়ে রাখা বা খরচ করা আমার ইচ্ছাধীন। এ থেকে কাউকে কিছু দেয়া না দেয়া আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু আল কোরআনের শিক্ষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সূরা আদ-দাহরিয়াত (আয-যারিয়াত)-এর ১৯ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদে নিঃস্ব ও অসহায়দের অধিকার রয়েছে।’ অর্থাৎ আমরা যা দান করি, তখন আমরা সৃষ্টির অধিকারকেই সম্মান করার সুযোগ পাই। আর তখন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করবেন।

নবীজী (স) খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, সৃষ্টির সেবায় যা ব্যয় করবে, তা-ই হচ্ছে তোমার সম্পদ, তোমার পরিব্রাণের কারক। আর যা জমিয়ে রেখে যাবে, তা তোমার নয়; তোমার উত্তরাধিকারীর ভোগে ব্যবহৃত হবে। ঋণবেদে বলা হয়েছে, ‘এসো প্রভুর সেবক হই। গরিব ও অভাবীদের দান করি।’ প্রকৃতপক্ষে হক্কুল ইবাদ বা মানবতার সেবাই স্রষ্টাকে পাওয়ার সহজ ও প্রশস্ত পথ।

যা আছে তা থেকেই দান করুন

আগে সচ্ছল হয়ে পরে দান করবো—এ দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভ্রান্ত; বরং বলা যায়, সচ্ছল হওয়ার জন্যেই দান করা প্রয়োজন। সাফল্যের কোয়ান্টাম পঞ্চসূত্রের একটি হচ্ছে দান। কোয়ান্টাম সূত্র অনুসারে আপনি যখন দান করেন, তখন সেখানে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই সে শূন্যস্থান পূরণে চারপাশ থেকে প্রতিদান আসতে শুরু করে। যেভাবে বাতাসের শূন্যতা বাড় সৃষ্টি করে, একইভাবে সৎদান প্রতিদানের প্লাবন সৃষ্টি করে।

দানের ক্ষেত্রে পরিমাণ নয়; আপনার আন্তরিকতাই প্রমাণ করবে আপনি বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী। নবীজী (স) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার বৈধ উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আল্লাহ ঐ দান নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং তাতে বরকত দিয়ে করে তোলেন পাহাড়তুল্য’।

এজন্যেই দানের ধর্মীয় নির্দেশ নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী ধনী-গরিব, শিক্ষার্থী, পেশাজীবী, গৃহিণী—সবার জন্যেই প্রযোজ্য। আপনার যা আছে তা থেকেই প্রতিদিন নিয়মিত দান করুন। এতেই সমৃদ্ধি আসবে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। স্বামীর মৃত্যুর পর এক ভদ্রমহিলা বেশ অর্থসংকটে পড়েছিলেন। মাসের অর্ধেকের সব অর্থ খরচ হয়ে যেত। ছেলের পরামর্শে তিনি মাটির ব্যাংকে দান করতে শুরু করলেন। প্রতিদিন এক টাকা দুটাকা পাঁচ টাকা—অর্থাৎ যা পারতেন দান করতেন। একটু একটু করে আয়ের উৎস বাড়তে লাগলো এবং আর্থিক সংকট কেটে গেল।

গোপনে দানের গুরুত্ব

নবীজী (স) বলেছেন, হাশরের দিন যখন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না, তখন আল্লাহতায়ালার যে সাত ধরনের ব্যক্তিকে আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন তাদের মধ্যে একজন হলেন—যিনি অতি গোপনে দান করতেন। পবিত্র বাইবেলেও আছে, সাহায্যের জন্যে গোপনে বাড়িয়ে দেয়া তোমার হাতকে প্রভু দেখেছেন এবং এজন্যে তিনি প্রকাশ্যে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

দানে নিরুৎসাহিত করা গুরুতর অন্যায়

কাউকে দানে নিরুৎসাহিত করা গুরুতর অন্যায়। এ ধরনের কাজকে কোরআনে অবিশ্বাসীদের কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা মাউনে বলা হয়েছে, যারা বিশ্বাসী নয়, তারা মিসকিনদের খাবার দেয়ার ব্যাপারে লোকদেরকে উৎসাহিত করে না। এমনকি সূরা ফজরের ১৬ থেকে ২০ আয়াত ব্যাখ্যা করলে আমরা বুঝতে পারি, দারিদ্রের অন্যতম কারণ হচ্ছে অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করতে অন্যদের উৎসাহিত না করা।

বুদ্ধবাণীতে বলা হয়েছে, কেউ যখন কাউকে দান করতে বাধা দেয় তখন সে তিনটি অন্যায় করে। প্রথমত, সে দাতাকে একটি ভালো কাজ থেকে বিরত করে। দ্বিতীয়ত, সে গ্রহীতাকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে। তৃতীয়ত, নীচতার প্রকাশ ঘটিয়ে সে নিজের সম্মানেই অপমানিত করে। (অংগুত্তর নিকয়া সূত্র নং ৫৭)

শাস্ত্রত ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, অন্যকে দানে উৎসাহিত করা বিশ্বাসী হওয়ারও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাই নিজে দানের পাশাপাশি অন্যকেও দানে উৎসাহিত করুন। সৎকাজে উৎসাহ দেয়ায় তার দানের কল্যাণের ভাগীদার আপনিও হবেন। আপনার জীবনেও কল্যাণের পরিমাণ বাড়তে থাকবে।

সৎদান মানে যথাসম্ভব গোপনে নিঃশর্তে ও নিঃস্বার্থে দান

- যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করে ও তা গোপন রাখে এবং গ্রহীতাকে এজন্যে খোঁটা ও কষ্ট দেয় না তারা পুরস্কৃত হবে। তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ থাকবে না। (সূরা বাকারা ২৬২)
- নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব। (ঋগ্বেদ ১:১২৫)

দান যখন ভিক্ষা

ইসলামসহ অন্যান্য সকল ধর্মে দান এবং তার মাহাত্ম্যের যে কথা বলা হয়েছে, আমাদের সমাজে প্রচলিত ভিক্ষাব্যবসা কোনোভাবেই তার আওতায় পড়ে না। সাপ্তাহিক ২০০০, দৈনিক যায়যায়দিন ও দৈনিক ইত্তেফাকের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ সংক্রান্ত কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য।

ভিক্ষাব্যবসায়ী নেটওয়ার্ক ৯ বছরে আয় ৩০ কোটি টাকা

ভিক্ষুকদের ঘিরে ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে এক বিশাল নেটওয়ার্ক। এ নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করছে পেশাদার ভিক্ষুক-গডফাদাররা। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে তারা ই পরিচালনা করছে রাজধানীর ভিক্ষাভিত্তিক ‘ব্যবসা’কে। ভিক্ষুক-গডফাদাররা সারা দেশ থেকে ভিক্ষুক সংগ্রহ করে তাদের ভিক্ষার নানা কৌশল শিখিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন স্পটে। সাধারণভাবে ১০০ টাকায় ৫০ টাকা, কখনো কখনো ৪০/৪৫ টাকা পায় ভিক্ষুকরা, বাকিটা চলে যায় ভিক্ষুক-গডফাদারদের পকেটে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে ঢাকা শহরে বছরে প্রায় ৩০ কোটি টাকা আয় করে সম্মানজনক ভিক্ষুকরা। এদের প্রতিদিনের গড় আয় ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। মাসিক আয় নয় হাজার টাকা ও বছরে আয় এক লক্ষ টাকার ওপর। (সাপ্তাহিক ২০০০, ১৮.০২.০৫)

ভিক্ষুক জমির আলীর জমি আছে ৩৫ বিঘা

ভিক্ষুক জমির আলীর জমি আছে ৩৫ বিঘা। ভিক্ষার টাকা জমিয়ে প্রতিবছর রংপুরে তার গ্রামের বাড়িতে এক বিঘা করে জমি কেনেন। ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনে পাঠান ঢাকার অভিজাত কনফেকশনারির কেক।

১২টি বেবিট্যাক্সি ও দুটি মাইক্রোবাসের মালিক ভিক্ষুক জালাল মোল্লার মাসিক আয় ৬০ হাজার টাকা। গ্রামের বাড়িতে তার দোতলা বিন্ডিংয়ের নাম দিয়েছেন মুসাফিরখানা। ভিক্ষুক করম আলী শেখের আছে সুদের ব্যবসা। শহরে ভিক্ষুক সেজে ভিক্ষা করলেও গ্রামে রয়েছে তার আলিশান বাড়ি, প্রাইভেট রিকশা। রিকশা চালকের বেতনই দেন মাসে আড়াই হাজার টাকা। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩.০১.০৭)

ভিক্ষুক যখন আতঙ্ক

ভিক্ষাবৃত্তির একাধিক কলাকৌশল ছাড়াও কখনো কখনো ভিক্ষুকরা হয়ে ওঠে আতঙ্ক। একশ্রেণীর মাদকসেবী ভিক্ষুক হাতে রেল নিয়ে ভয় দেখিয়ে রিকশা কিংবা বেবিট্যাক্সি যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। মাঝে মাঝে ছিনতাইও করে। আরেকদল ভিক্ষার নামে মানুষের মলমূত্র গায়ে মেখে গায়ে মল ছিটিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে কেড়ে নেয় পথচারী বা রিকশাযাত্রীর সর্বস্ব।

ভিক্ষায় আরো বেশি আয়ের জন্যে পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হতে ডাক্তারের কাছেও ধর্না দেয় এদের কেউ কেউ। (দৈনিক যায়যায়দিন, ১২.১০.০৬)

আপনি যখন দানকে ভিক্ষায় রূপান্তরিত করছেন, তখন আপনি সামাজিক পরগাছা সৃষ্টিতেই সাহায্য করছেন। নবীজী (স) এজন্যেই ভিক্ষাবৃত্তিকে অপছন্দ করেছেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূলে বাস্তব পদক্ষেপও নিয়েছেন।

যে দান নষ্ট হয়ে যায়

- ☐ যে দান লোক-দেখানো, যা মানুষের প্রশংসা/ বাহবা কুড়ানোর জন্যে বা স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা সৎদান নয়।
- ☐ দান করে গ্রহীতাকে খোঁটা দেয়া, অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শোষণ করা দানের বরকতকে নষ্ট করে।
- ☐ গ্রহীতার কাছ থেকে কোনো সুযোগ, আনুকূল্য, সমীহ বা বস্তুগত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যে দান করা হয়, তা নষ্ট দান।
- ☐ সালামি বা বকশিশ/ টিপস দান নয়, এগুলো সেবার প্রতিদান।

দান সম্পর্কিত কিছু সাধারণ প্রশ্ন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মাটির ব্যাংক কার্যক্রম বাংলাদেশে নীরব ও গোপন দান সংগ্রহের প্রথম সজ্জবদ্ধ প্রয়াস। দাতা ও গ্রহীতা-উভয়ের নিশ্চিত কল্যাণের কারণে প্রতিবছরই মাটির ব্যাংক থেকে সংগৃহীত দানের পরিমাণ বাড়ছে। ১৯৯৮ সালে এই দান সংগ্রহের পরিমাণ ছিলো মাত্র ১৮,৮০২ টাকা। সেখানে ২০১২ সালে সংগৃহীত দানের পরিমাণ হচ্ছে ১১ কোটি ৮৩ লক্ষাধিক টাকা। সংগ্রহের এই বিপুল প্রবৃদ্ধি প্রমাণ করে মাটির ব্যাংক কার্যক্রমে সাধারণ মানুষের আস্থা। তবে নতুন যেকোনো উদ্যোগের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এরকম কিছু সাধারণ প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রশ্ন : মাটির ব্যাংকে দান শিরক কিংবা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী কি না?

উত্তর : আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করলে তা হয় শিরক। আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করছি। দানের টাকা মাটির ব্যাংকে জমিয়ে একত্রে কিছুদিন পর ফাউন্ডেশনে জমা দিচ্ছি। ফাউন্ডেশন প্রতিটি জমার বিপরীতে মানি রিসিট দিয়ে টাকা রাখছে এবং তা সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করছে। এর মধ্যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করার কোনো সুযোগ নেই। তাই মাটির ব্যাংকে দান শিরক তো নয়-ই, বরং উত্তম ইবাদত। সূরা বাকার-এর ২৭৪ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘যারা তাদের উপার্জন থেকে দিনে বা রাতে প্রকাশ্যে বা গোপনে স্বচ্ছল বা অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।’

আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখবো-দিনে বা রাতে প্রকাশ্যে বা গোপনে সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করার জন্যে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের চেয়ে ভালো মাধ্যম আর নেই। কারণ মাটির ব্যাংক সবসময় আপনার হাতের কাছেই থাকছে।

গভীর রাতে আপনজন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা আপাতদৃষ্টি সমাধানের কোনো সহজ পথ নেই-এমন বিপদে পতিত হলে, যে ভয় উদ্বেগ বা অস্থিরতা গ্রাস করে আমাদেরকে তা থেকে মুক্তির প্রার্থনা করে পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টির জন্যে দানের সুযোগ আমরা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতে পারি এই মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে। এজন্যে অন্য কোথাও যেতে বা দানের অর্থের সদ্যবহার নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। আর সৎনিয়তে সম্ভবদান দানের বরকত ও প্রতিদান অনেক বেশি।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন, মানত করা নাকি শিরক? এ ব্যাপারে জানতে চাই।

উত্তর : পবিত্র কোরআন শরীফে সৎকর্মশীলদের পরিচয় দিতে গিয়ে সূরা আদ-দাহ্‌রে (আয়াত ৭) বলা হয়েছে, ‘সৎকর্মশীলরা যখন কোনো কিছুর ওয়াদা বা মানত করে তখন তারা এটা পূরণ করে।’ অর্থাৎ মানত করতেই হবে তা নয়। তবে যদি করা হয়, তা পূরণ করতে হবে। সৎকর্মশীলদের একটি গুণ হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ এর বৈধতা দিয়েছেন।

প্রশ্ন : অনেক সময় একাধিক মানতের টাকা জমা হয়ে যায়, কিন্তু হাতে তখন টাকাপয়সা থাকে না বলে মানত সম্পন্ন করতে দেয় হয়। এটা কি ক্ষতিকর?

উত্তর : এক্ষেত্রে মানত করারই দরকার নেই। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিদিন নিয়মিত দান করুন। মাটির ব্যাংককে নিজের পরিবারের একান্ত আপন সদস্য হিসেবে বিবেচনা করুন। অর্থাৎ পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর আমরা যেমন নিয়মিত নিই, তাদের চাহিদা মেটাই, তেমনি মাটির ব্যাংকেও নিয়মিত অর্থ রাখুন, তা খুব অল্প পরিমাণে হলেও। কারণ ছেলের সামান্য উপার্জন থেকে খুব ধনী বাবাকে একটা ছোট্ট উপহার কিনে দিলেও তিনি যেরকম খুশি হন, স্রষ্টার কাছেও তেমনি বান্দার দান করার আন্তরিকতাই গুরুত্বপূর্ণ, পরিমাণ নয়।

প্রশ্ন : দান নিঃশর্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ পাওয়ার আশায় নয়। অথচ মাটির ব্যাংকে আমরা প্রতিনিয়তই বালা-মুসিবত দূরের জন্যে বা এটা-ওটা পাওয়ার মানসে দান করছি। সেটা কি নিঃশর্ত?

উত্তর : দান অবশ্যই নিঃশর্ত হওয়া উচিত এবং দান করে প্রতিদানের আশা করা উচিত নয়। কিন্তু কার কাছে প্রতিদানের আশা করা যাবে না সেটা জানা জরুরি। এই প্রতিদানের আশা করা যাবে না তার কাছ থেকে যাকে দান বা সাহায্য করা হয়েছে। এমনকি দান করে বা সাহায্য করে যদি খোঁটা দেয়া হয় বা কথা শোনানো হয় তাহলেও তা সমস্ত সৎকর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

মাটির ব্যাংকের ক্ষেত্রেও আমরা যাকে সাহায্য করি তার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা করি না। এমনকি যে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আলাদা আলাদা মাটির ব্যাংকের দানসমূহ সংগ্রহ করে সে ফাউন্ডেশনের কাছেও কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা হলে সে দান নিঃশর্ত হবে না।

দান করে আমরা আসলে যার কাছে প্রতিদান প্রার্থনা করি তিনি মহান স্রষ্টা। আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর। আমি কবুল করবো।’ অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চাওয়ায় কোনো বাধা নেই বরং এটাকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। আর সত্যিকার অর্থে তিনিই হলেন দেয়ার মালিক। কারণ তাঁর সব আছে। কাজেই অভাবের কথা, নিরাময়ের কথা, সমস্যামুক্তির কথা তো তাঁকেই বলতে হবে। অতএব মাটির ব্যাংকে দান করে আমরা যে প্রার্থনা করছি তা স্রষ্টার কাছে। এখানে নিঃশর্ত দানের কোনো শর্ত লঙ্ঘন হচ্ছে না। আর দানের প্রতিদান স্রষ্টাই দেবেন।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের অর্থ বান্দরবানে লামার শিশুকাননে ব্যয় হয়, যেখানকার বেশিরভাগ শিশুই অমুসলিম। এটা কি ইসলামসম্মত?

উত্তর : পবিত্র কোরআনের সূরা আদ-দাহরে (আয়াত ৮-৯) সৎকর্মশীলদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা কোনো প্রতিদান আশা না করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিদের সাহায্য করে ও আহার দেয়। এখানে বন্দি বলতে বিখ্যাত তাকসীরকার আল্লামা আসাদের তাকসীরে যারা পরিবেশের বন্দি বা শিকার তাদের কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ যারা দুস্থ-অসহায় অবস্থায় নিপতিত। আবার সূরা বালাদের ১৩-১৮ আয়াতে বলা হয়েছে, সৎকর্মের সুউচ্চ স্থানে প্রবেশের পথ হলো নিরন্নকে অনুদান এবং এতিম বা ভুলুপ্তিত অপরিচিত অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করা। অর্থাৎ কোরআনে গ্রহীতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত এ দুটি আয়াতের কোথাও গ্রহীতা হওয়ার জন্যে মুসলিম হওয়ার কোনো শর্তের কথা বলা হয় নি। বরং শেষের আয়াতে ভুলুপ্তিত অপরিচিত, অভাবগ্রস্তের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ দুর্গম-দূরবর্তী অভাবগ্রস্ত এলাকার কথা বলা হয়েছে। আর এদেশে লামার চেয়ে দুর্গম ও অভাবগ্রস্ত এলাকা কমই আছে।

প্রশ্ন : যারা শিক্ষার্থী, যাদের আয়ের কোনো উৎস নেই, তারা কীভাবে দান করবে?

উত্তর : যদি আর্থিক দান হয় তাহলে হাতখরচের টাকা থেকে দান করতে হবে। সে যদি দান করে তাহলে এটা তার জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর হবে। আসলে শিক্ষার্থী হোক আর যে-ই হোক, এমন কেউ নেই যার হাতখরচ নেই, যে খরচ করে না। প্রত্যেকে খরচ করেছে, নিজের আয় না থাকলেও খরচ করেছে। অতএব, সেখান থেকে দান করতে হবে। আর অর্থ ছাড়াও দান হতে পারে। সে দান হতে পারে একটু শুভকামনা, সুন্দর ব্যবহার, একটা সুপারামর্শ, পথিককে সাহায্য করা কিংবা পথ থেকে কলার খোসা সরিয়ে ফেলা।

সম্ভবদ্ব দানে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক সৎধান সৎগ্রহের প্রথম ফলপ্রসূ সম্ভবদ্ব প্রয়াস। হাজার হাজার মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে সংগৃহীত এ অর্থ ব্যয় হচ্ছে আত্ম-মানবতার কল্যাণে-বৈষয়িক, নৈতিক ও আত্মিক পুনর্বাসনের সুদূরপ্রসারি লক্ষ্যে। দান করার এ চমৎকার সুযোগ আপনি গ্রহণ করুন আর আত্মীয়-পরিচিতদেরও উদ্বুদ্ধ করুন দান করতে। আপনার যেকোনো সহযোগিতা সাদরে গৃহীত হবে। ফাউন্ডেশনের প্রতিটি কাজ পরিচালিত হয় সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের অনুদানে। কোনো বিদেশি সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। ফাউন্ডেশনের আয়ব্যয়ের হিসাব সবার জন্যে উন্মুক্ত।

ফাউন্ডেশনের কিছু সেবা কার্যক্রম

- কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম গত এক যুগে সরবরাহ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানের পাঁচ লক্ষ ব্যাগ বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্ত উপাদান।
- বান্দরবানের লামার দুর্গম এলাকায় বঞ্চিত শিশুদের আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তুলছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ ও শিশুকানন। ২০১৩-তে প্রায় ছয় শত শিশু বাসস্থান ও শিক্ষাসুযোগ লাভ করেছে। বঞ্চিত এ শিশুরাই শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের ফলে ২০০৩ থেকে প্রতিবছর লামা ও বান্দরবানে বিজয় দিবসের প্যারেড ও ডিসপ্লেতে প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে। চট্টগ্রামেও ২০০৯ ও '১০-এ অর্জন করে প্রথম স্থান এবং '১১ ও '১২-তে লাভ করে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কার। ২০১১ ও '১২ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষায় শতভাগ উত্তীর্ণ হয়।
- সারাদেশে ২০০৫ সাল থেকে খতনা কার্যক্রমে খতনা করানো হয়েছে ৮৬ হাজারেরও বেশি দুস্থ শিশু-কিশোর-যুবককে।
- অসুস্থ ও সমস্যাগ্রস্তের নিরাময় কামনায় ২০১২ সালে সারা দেশে প্রায় পাঁচ লক্ষ কোয়ান্টাম হিলিং সম্পন্ন হয়।
- রাজশাহীতে অভিভাবকহীন শিশুদের আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্যে কাজ করছে কোয়ান্টাম শিশুসদন।
- দুর্গম অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে।
- রাজশাহীতে মহিলা হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও আলোআশা স্কুলকে সহযোগিতা করা হচ্ছে। ঢাকার মিরপুরে রূপনগর কার্যালয়ে গৃহকর্মীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- দুস্থদের ঋণমুক্তি ও পুনর্বাসনে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি বিতরণ করা হচ্ছে গবাদিপশু। বেওয়ারিশ লাশ দাফন, মাতৃমঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, দস্তশিবির, চক্ষুশিবির, বৃদ্ধাশ্রম, চিকিৎসাসেবা ও দুর্যোগ ত্রাণসহ সেবা কার্যক্রম নিয়মিত চলছে।

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩ E-mail : info@quantummethod.org.bd

কাকরাইল : ১/১ পায়নিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৮৩৯১৩৯১, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮ বনশ্রী : ৮৩৯৬৮১৫, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬

শাহাবাগ : ০১৭৫৭-৪৪৩৩২২ মিরপুর : ০১৭১৭-১৪৪৭২৪ কুমিল্লা : ০১৭৪০-৯০৮৩৭৮

চট্টগ্রাম : ০১৭১১-৩৯৩০১০ সিলেট : ০১৭১৩-৩০১৫২২ রাজশাহী : ০১৭১১-১০৪২৮৯

খুলনা : ০১৭৪০-৯৩৯৯৯৯ যশোর : ০১৯১৭-৪১৯৩০১ বরিশাল : ০১৭৪০-৯২৪৪৫৯